১ জুন ২০১৩

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩১ মে ২০১৩

রাতের অভিযানে হেফাজতে ইসলামের নিরস্ত্র নেতা কর্মীদের ওপর সহিংসতা ও গুলি করে হত্যা এবং বিরোধী মতাদর্শের সংবাদ মাধ্যম বন্ধ

সহিংস রাজনৈতিক পরিস্থিতি

সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ

আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে নির্যাতনের কারণে মৃত্যু

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুম বিষয়ে জাতিসংঘে সরকারের অসত্য বক্তব্য প্রকাশ

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা হরণ

ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার লঙ্ঘন

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত

তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের অবস্থা

নারীর প্রতি সহিংসতা অব্যাহত

***অধিকার* এর হিউম্যান রাইটস্ বিষয়ক প্রকল্পের অর্থছাড়ে প্রতিবন্ধকতা**

অধিকার মনে করে 'গণতন্ত্র' মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরী। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের 'নাগরিক' হিসেবে ভাবতে ও অংশ গ্রহণ করতে না শিখলে 'গণতন্ত্র' গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা হিসেবে রাষ্ট্র গড়ে না উঠলে তাকে 'গণতন্ত্র' বলা যায় না। নিজের অধিকারের উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। নাগরিক মাত্রই জানে ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার যে-নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা লাভ করতে পারে না, সেইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকার সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় রায় বা নির্বাহী আদেশে রহিত করা যায় না এবং তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন *অধিকার* সেই সব মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব বাস্তায়নের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের এই মানদণ্ড ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অধিকার বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি' কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং এরই ধারাবাহিকতায় এই প্রতিবেদনে ২০১৩ সালের মে মাসের মানবাধিকার পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে।

বিদুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে রাতের অভিযানে হেফাজতে ইসলামের নিরস্ত্র নেতা কর্মীদের ওপর সহিংসতা ও গুলি করে হত্যা এবং বিরোধী মতাদর্শের সংবাদ মাধ্যম বন্ধ

১. গত ৬ মে ভোররাতে পুলিশ, র‌্যাব ও বিজিবির প্রায় দশ হাজার সদস্য সশস্ত্র অবস্থায় ঢাকার বাণিজ্যিক এলাকা মতিঝিলের শাপলা চত্বরে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানরত হেফাজতে ইসলামের হাজার হাজার নেতা কর্মীদের ওই স্থান থেকে উৎখাতের উদ্দেশ্যে বিদুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে তাঁদের ওপর আক্রমণ চালায়। এই সময় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা নির্বিচারে শাপলা চত্বরে অবস্থানরত অনেক ঘুমন্ত এবং নিরস্ত্র হেফাজতে ইসলামের নেতা কর্মীদের ওপর গুলি, রাবার বুলেট ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এই আক্রমণের ফলে অনেক মানুষের হতাহতের খবর পাওয়া গেছে। *অধিকার* তথ্যানুসন্ধানের মাধ্যমে সঠিক ঘটনাটি জানার এবং হতাহতদের সংখ্যা সংগ্রহের চেষ্টা করছে। তবে বর্তমান অবস্থায় এটা অত্যন্ত দুরহ এক কাজ। এই ঘটনায় গুলিবিদ্ধ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রহমতুল্লাহ *অধিকারকে* জানান, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আক্রমণের পর তিনি বহু লোকের লাশ মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেন। অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা মৃত ব্যক্তিদের লাশ ঘটনাস্থল থেকে অজ্ঞাত স্থানে সরিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু এ ঘটনার পর বাংলাদেশের সরকারী টিভি চ্যানেল বিটিভি এবং বেসরকারী টিভি চ্যানেল ও সংবাদপত্রগুলো, যার অধিকাংশের মালিকানা সরকার সমর্থকদের হাতে রয়েছে, তারা সঠিক সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে নীরব ভূমিকা পালন করে। সেই রাতে দিগন্ত ও ইসলামিক টিভি নামে দুটি বিরোধীদলীয় চ্যানেল সরাসরি এই ঘটনা প্রচার করছিল। অভিযান শুরু হবার পর রাত ৪.৩০ টার পর থেকে সরকার টিভি চ্যানেল দুটি বন্ধ করে দেয় যা এখন পর্যন্ত বন্ধ রয়েছে। এই নির্বিচার হত্যাকাণ্ড ও আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় গত ৬ মে দিনব্যাপি নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুর, চট্টগ্রামের হাটহাজারী ও বাগেরহাট জেলার ফকিরহাটে হেফাজতে ইসলামের কর্মীরা বিক্ষোভ করতে থাকলে তাঁদের সঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে একজন বিজিবি সদস্য, দুইজন পুলিশ সদস্য ও একজন সেনাবাহিনী সদস্যসহ ২৭ জন সাধারণ মানুষ নিহত হন।[১]

২. উল্লেখ্য গত ৫ মে হেফাজতে ইসলামের নেতা কর্মীরা (যাঁদের অধিকাংশই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এসেছিলেন) তাঁদের ঢাকা অবরোধ কর্মসূচী শেষ করে বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে মতিঝিলের শাপলা চত্বরের সমাবেশে যোগ দিতে আসার পথে পথে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য ও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা সশস্ত্র অবস্থায় হেফাজতে ইসলামের নেতা কর্মীদের ওপর হামলা করে। ক্ষমতাসীন

[১] দৈনিক প্রথমআলো, ৭ মে ২০১৩

দলের কর্মীরা বিভিন্ন মারণাস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে যার ছবিও বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে ছাপা হয়। এই সংঘর্ষে সেদিন কমপক্ষে ১৩ জন নিহত এবং ২০০ জন আহত হন।[২] সংঘর্ষের সময় যানবাহন ভাঙচুর হয় এবং রাজনৈতিক দলের কার্যালয়, দোকানপাট এবং বাসসহ বিভিন্ন যানবাহনে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। একদিকে হেফাজতে ইসলামের ঢাকামুখী নেতাকর্মীদের সঙ্গে পুলিশ ও সরকার দলীয় সশস্ত্র ব্যক্তিদের সংঘর্ষ চলছিল, অন্যদিকে হেফাজতে ইসলামের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী যাঁরা আগেই ঢাকায় ঢুকতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁরা ১৩ দফা দাবী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শাপলা চত্বরে অবস্থান করছিলেন।

৩. এসব ঘটনায় সরকার সারাদেশে আটটি থানায় ২৭টি মামলা দায়ের করেছে। রাজধানী ঢাকায় বেআইনী সমাবেশ, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ, বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে সম্পদের ক্ষতি, হত্যা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট, চুরি ও সরকারী কাজে বাধা দান ইত্যাদি অপরাধের ঘটনায় নগরীর মতিঝিল, পল্টন ও রমনা থানায় হত্যাসহ ২৩টি মামলা হয়েছে। এসব মামলায় হেফাজতে ইসলামের শীর্ষস্থানীয় নেতাসহ লক্ষাধিক ব্যক্তিকে অজ্ঞাতনামা আসামী করা হয়েছে। মামলায় হেফাজতে ইসলামের মহাসচিব মাওলানা জুনাইদ বাবুনগরীকে প্রধান আসামী করা হয়েছে। পুলিশ, বিআরটিসি ও ডিসিসির কয়েকজন কর্মকর্তা এসব মামলায় বাদী হয়েছেন। মাওলানা জুনাইদ বাবুনগরীকে গত ৭ মে গ্রেপ্তারের পর পুলিশ তাঁকে নয় দিনের রিমান্ডে নেয়।[৩] এরপর ১৬ মে তাঁকে পুলিশ ২২ দিনের রিমান্ডে নেয়। হেফাজতে ইসলামের প্রধান আল্লামা আহমদ শফি দাবি করেছেন যে, পুলিশি হেফাজতে মাওলানা জুনাইদ বাবুনগরীর ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে। বর্তমানে তিনি আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঢাকার বারডেম হাসপাতালে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে চিকিৎসাধীন আছেন।

৪. গত ৬ মে শাপলা চত্বরে সরকারি বাহিনীর অভিযানে গুলিবিদ্ধ যশোর শহরের খড়কী এলাকার বাসিন্দা হাফেজ মোয়াজ্জেমুল হক নান্নু গত ১২ মে ঢাকার লালমাটিয়ার আল মানার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। ১৩ মে তাঁর নামাজের জানাযা যশোর ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু পুলিশের বাধায় তাঁর নামাজে জানাযা ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত হতে পারে নাই। তাঁর পরিবারের অভিযোগ, 'ঈদগাহ ময়দানে জানাযার নামাজের জন্য মাইক লাগাতে গেলে পুলিশ মাইক কেড়ে নেয়' এবং ওপরের নির্দেশে ঈদগাহ ময়দানে জানাযা করা যাবে না বলে তাঁদের জানায়। এই পরিস্থিতিতে তাঁরা যশোর সরকারি এম এম কলেজ মাঠে জানাযার আয়োজন করলে পুলিশ সেখানেও তাঁদের মাইক কেড়ে নেয় হয় এবং জানাযা নামাজ পড়তে আসা মানুষদের মাঠে প্রবেশে বাধা দেয়।[৪]

৫. মতিঝিলের শাপলা চত্বরে আয়োজিত হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে যোগ দিতে এসে পুলিশের সঙ্গে হেফাজত কর্মীদের সংঘর্ষে আহত নরসিংদীর মনোহরদী এলাকার বাসিন্দা নজরুল ইসলাম (৩৫) গত ১৪ মে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। তিনি ঢাকায় দৈনিক গণজাগরণ নামে একটি পত্রিকায় কাজ করতেন।[৫]

৬. গত ৬ মে ভোররাতের ঘটনা সম্পর্কে সরকার ১০ মে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মাইন উদ্দিন খন্দকার স্বাক্ষরিত একটি প্রেসনোট প্রকাশ করে। প্রেসনোটে নৈরাজ্য প্রতিরোধ এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে অভিযান 'অপরিহার্য' ছিল উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

---

[২] নয়াদিগন্ত, ৬ মে ২০১৩
[৩] যুগান্তর/ইত্তেফাক, ৮ মে ২০১৩
[৪] মানবজমিন, ১৩ মে ২০১৩
[৫] নয়াদিগন্ত, ১৫ মে ২০১৩

বলেছে, অসংখ্য মানুষ নিহত হওয়ার অভিযোগ 'অসত্য ও উদ্দেশ্যমূলক'। এ অভিযানে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার না করে জল কামান, সাউন্ড গ্রেনেড ও রাবার বুলেট ব্যবহার করা হয়।[৬]

৭. *অধিকার* মনে করে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন যে পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছিয়েছে, তাতে বাংলাদেশে এক ভয়াবহ অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর গত ৪২ বছরের মধ্যে রাতের অন্ধকারে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের সময় নিরস্ত্র মানুষের ওপর সরকারি বাহিনীর সহিংসতা, গুলি ও হত্যার ঘটনা এই প্রথম। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সরকারি দলের সমর্থক দুর্বৃত্তরা প্রাণঘাতি অস্ত্র নিয়ে বিভিন্ন সময়ে পুলিশের সঙ্গে থেকে এবং তাদের সহযোগিতায় বিরোধীদলের ওপর হামলা করেছে। ৬ মে ভোররাতের ঘটনায় সরকারের দেয়া প্রেসনোট গ্রহণযোগ্য নয় বলে *অধিকার* মনে করে। কারণ ইতিমধ্যে গুলিবিদ্ধ হয়ে অনেক মানুষের মৃত্যু হয়েছে যা বিভিন্ন ভিডিও চিত্রে এবং ইন্টারনেটে প্রকাশিত হয়েছে। একই সঙ্গে *অধিকার* মনে করে, কোন রাজনৈতিক সমাবেশে শিশুদের ব্যবহার অত্যন্ত নিন্দনীয়। হেফাজতে ইসলাম তাদের সমাবেশে শিশুদের ব্যবহার করেছে তা যেমন নিন্দনীয়, সেই সঙ্গে সরকারও বিভিন্ন সময় শিশুদের তাদের দলীয় কাজে ব্যাবহার করেছে এবং সম্প্রতিকালে সরকার সমর্থিত 'গণজাগরণ' সমাবেশেও বিভিন্ন স্কুলের শিশুদের ব্যবহার করতে দেখা গেছে, যা নিন্দনীয়। *অধিকার* মনে করে, মানবিক ও নাগরিক অধিকার রক্ষা করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন ও গণতান্ত্রিক চর্চা নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু সরকার এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে এবং বিরোধী মত দমনের জন্য ব্যাপক হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন ও নিপীড়নের পথ বেছে নিয়েছে, যার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে *অধিকার*।

সহিংস রাজনৈতিক পরিস্থিতি

৮. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মে মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় ৪৬ জন নিহত এবং ৯৪৮ জন আহত হয়েছেন। মে মাসে আওয়ামী লীগের ১৫ টি এবং বিএনপি'র ৩টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে নিহত হয়েছেন ২ জন ও আহত হয়েছেন ১৬৯ জন। অন্যদিকে বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ২৩ জন আহত হয়েছেন।[৭]

৯. ২০০৯ এ বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর দলীয় নেতা কর্মীদের দুর্বৃত্তায়ন ও প্রভাব বিস্তারের কারণে অধিকাংশ সংঘর্ষ ও অন্তর্দলীয় কোন্দলের ঘটনা ঘটলেও ২০১২ থেকে তে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে বিরোধী দল আন্দোলন গড়ে তোলে। ফলশ্রুতিতে ঘন ঘন হরতাল, অবরোধ ও সেই সঙ্গে সংঘর্ষ, হতাহত হওয়া, ভাঙচুর চলতে থাকে। তাছাড়া ২০১৩ তে 'গণজাগরন মঞ্চ' এর ইসলাম অবমাননাকারী ব্লগারদের শাস্তির দাবীতে দুই পক্ষের পাল্টাপাল্টি অবস্থান এবং সরকারের নির্বিচারে গুলি চালানো ও সর্বশেষ হেফাজতে ইসলামের কর্মী-সমর্থকদের ওপর ৬ মে ভোররাতে সরকারের অভিযান সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অত্যন্ত জটিল করে তুলেছে।

১০. গত ১২ মে সন্ধ্যা আনুমানিক পৌনে ৭ টায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের বাতেন খাঁর মোড়ে ৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির একেএম ইউসুফের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে জামায়াত-শিবির একটি ঝটিকা মিছিল বের করে। এই সময় পুলিশের সঙ্গে জামায়াত-শিবির কর্মীদের সংঘর্ষের সময় পুলিশের গুলিতে এবাদত আলী (৩১) নামে এক ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে প্রথমে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান

[৬] যায় যায় দিন, ১১ মে ২০১৩

[৭] এখানে উল্লেখিত সংখ্যা ৬ মে ২০১৩ ভোররাতে শাপলা চত্বরের ঘটনায় হতাহতদের বাইরে। শাপলা চত্বরের ঘটনায় হতাহতদের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ এখনো পর্যন্ত এক দুরূহ ব্যাপার।

থেকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে অপারেশন থিয়েটারে এবাদত আলী মারা যান। নিহতের বাবা মোসলেম উদ্দীন *অধিকারকে* বলেন, তাঁর ছেলে এবাদত আলী বাতেন খাঁর মোড়ে পেঁয়াজু ও ডালবড়া বিক্রি করতো। সেখানে পুলিশের ছোঁড়া গুলিতে সে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়।[৮]

সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ

১১. গত ১৯ মে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীর চট্টগামে এক সভায় একমাসের জন্য সমস্ত রকম রাজনৈতিক সভা-সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা করেন। একই দিন সন্ধ্যায় বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'অনির্দিষ্টকালের জন্য এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে'।[৯] সভা-সমাবেশ ও মানববন্ধনের মতো কর্মসূচীর ওপর কৌশলে সরকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, নির্ধারিত স্থানগুলোতে সভা-সমাবেশ ও কর্মসূচী পালন করতে পূর্ব অনুমতি লাগবে। কিন্তু অনুমতি চাওয়া হলেও পুলিশ অনুমতি দেয় না। এমনকি কয়েকটি জায়গায় সভা-সমাবেশের অনুমতি দেয়া হবে না বলেও পুলিশের পক্ষ থেকে আগেই জানানো হয়েছে। পুরানো পল্টন ও নয়া পল্টন এলাকায় সমাবেশের ওপর কোন লিখিত নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও গত ১২ মে এবং ১৬ মে তাদের অফিসের সামনে সমাবেশ করার অনুমতি চেয়েও তা পায়নি বিএনপি।[১০]

১২. *অধিকার* মনে করে এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ। শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠান প্রত্যেকের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকার, যা সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে। এটি বন্ধ করার অর্থই হচ্ছে গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করা।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত

১৩. মে মাসে ২৫ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডগুলো র‍্যাব, পুলিশ ও বিজিবি কর্তৃক সংগঠিত হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য গত ২৯ এপ্রিল জাতিসংঘে মানবাধিকার কাইন্সেলে অনুষ্ঠিত ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ সেশনে সরকার দাবী করে যে, দেশে কোন বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড ঘটেনি এবং আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী আত্মরক্ষার্থে চালানো গুলিতে তাঁদের মৃত্যু ঘটেছে কিন্তু অধিকার তথ্যানুসন্ধান রিপোর্টে বিপরীত চিত্র দেখা যায়।

মৃত্যুর ধরণ

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধঃ

১৪. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে নিহত ২৫ জনের মধ্যে চারজন "ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে" মারা গেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে র‍্যাব কর্তৃক দুই জন ও দুই জন পুলিশ কর্তৃক"ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে" নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

গুলিতে নিহতঃ

১৫. নিহত ২৫ জনের মধ্যে ১৬ জন পুলিশের গুলিতে ও দুই জন বিজিবি কর্তৃক নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

---

[৮] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চাপাইনবাবগঞ্জের মানবাধিকার কর্মী ফয়সাল মাহমুদের পাঠানো প্রতিবেদন

[৯] মানবজমিন, ২০ মে ২০১৩

[১০] মানবজমিন, ১৯ মে ২০১৩

নির্যাতনে হত্যাঃ

১৬. এই সময়ে তিন জন ব্যক্তি র‌্যাব ও পুলিশ কর্তৃক নির্যাতনে হত্যার অভিযোগ রয়েছে।

নিহতদের পরিচয় ঃ

১৭. নিহত ২৫ জনের মধ্যে একজন বিএনপি নেতা, তিনজন হেফাজতে ইসলামের কর্মী, একজন ইসলামিক শ্রমিক আন্দোলনের সদস্য, দুইজন ব্যবসায়ী, দুইজন ড্রাইভার, একজন বাস হেলপার, একজন মাওলানা, একজন মাদ্রাসা ছাত্র, দুইজন কথিত ছিনতাইকারী, দুইজন মাদক ব্যবসায়ী ও নয়জন ব্যক্তি, যাদের পেশা জানা যায়নি।

আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে নির্যাতনের কারণে মৃত্যু

১৮. গত ২ মে কুষ্টিয়া শহরের আড়ুয়াপাড়ার কাছ থেকে ইকবাল হোসেন মুরাদ (২৫) নামে এক যুবককে আটক করে র‌্যাব-১২ এর সদস্যরা। একই দিন সন্ধ্যা আনুমানিক ৭ টায় কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ইকবাল হোসেন মারা যান। ইকবাল হোসেনের বড় ভাই কামরুজ্জামান বেলাল বিশ্বাস *অধিকারকে* বলেন, র‌্যাব ইকবালকে আটক করে নিয়ে তাকে নির্যাতন করে হত্যা করেছে। কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ আশরাফুল ইসলাম *অধিকারকে* বলেন, ২ মে সন্ধ্যা আনুমানিক ৭ টায় কুষ্টিয়া জেলার র‌্যাব ক্যাম্পের কয়েকজন সদস্য মোঃ ইকবাল হোসেন মুরাদকে মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসলে কিছুক্ষণ পর তিনি মারা যান। সুরতাহাল রিপোর্ট প্রস্তুতকারী কুষ্টিয়া মডেল থানার এসআই তোফাজ্জেল হোসেন *অধিকারকে* বলেন, মৃত ইকবালের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।[১১]

১৯. গত ১৪ মে নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁওয়ের বাসিন্দা শামীম রেজা (২৮) কে সোনারগাঁওয়ের পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলামের স্ত্রীসহ ৪ জনকে খুনের মামলায় সন্দেহজনক আসামী হিসেবে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অভিযোগে প্রকাশ, সোনারগাঁও থানার পরিদর্শক (তদন্ত) অরূপ তরফদার এর নেতৃত্বে শামীম রেজাকে ৬ দিন হাজতখানা ও পুলিশ কোয়ার্টার্টারে আটক রেখে তাঁর ওপর ব্যাপক নির্যাতন চালানো হয়। তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, পুলিশ শামীম রেজাকে ছেড়ে দেয়ার শর্তে তাঁর পরিবারের কাছে ১০ লাখ টাকা দাবি করে। দেনদরবারের এক পর্যায়ে শামীমকে নির্যাতন না করা এবং তাঁকে হত্যা মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়ার শর্তে শামীমের পরিবার পুলিশকে ৫ লাখ টাকা দিতে সম্মত হয় এবং সে মোতাবেক তাঁর পরিবার গত ১৯ মে রাত আনুমানিক ১১ টায় সোনারগাঁও থানার পরিদর্শক (তদন্ত) অরূপ তরফদারকে আড়াই লাখ টাকা দেয়। কিন্তু বাকি টাকা দিতে বিলম্ব হওয়ায় পরদিন পুলিশ শামীম রেজাকে ৪টি হত্যা মামলার আসামি করে আদালতে পাঠায়। এ সময় পুলিশ ১৬৪ ধারায় শামীমকে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতেও বাধ্য করে। শামীমের শারীরিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় আদালত তাঁর চিকিৎসার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিলে তাঁকে নারায়ণগঞ্জের ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। পরবর্তীতে শামীমের শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি হলে তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। গত ২২ মে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শামীম মারা যান। এ ঘটনায় ঢাকা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি গোলাম ফারুক কে প্রধান করে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির প্রাথমিক তদন্তে শামীমকে পুলিশ হেফাজতে নির্যাতন করা হয়েছে বলে

[১১] অধিকারএর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

প্রমাণিত হয়। এছাড়াও এই কমিটি শামীমের পরিবারের কাছ থেকে নেয়া টাকাও উদ্ধার করে। এ ঘটনায় পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) অরূপ তরফদার ও এস আই পল্টু ঘোষ কে প্রত্যাহার এবং সহকারী পুলিশ সুপার (সার্কেল-বি) উত্তম প্রসাদ কে শাস্তিমূলক অন্যত্র বদলি করা হয়েছে।[১২]

২০. অধিকার মনে করে অন্তরীন অবস্থায় জিজ্ঞাসাবাদকালে নির্যাতন মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। নির্যাতনের ক্ষেত্রে সরকারের 'জিরো টলারেন্স' এর ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নির্যাতন এবং এই ক্ষেত্রে তাদের দায়মুক্তি বন্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা তো নেয়ই-নি বরং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোকে উপেক্ষা করে তাদেরকে আরো উৎসাহিত করছে।

র‍্যাবের বিরুদ্ধে এক যুবককে ৮ দিন গুম করে রাখার পর গুলি করে হত্যার অভিযোগ

২১. গত ৪ মে ২০১৩ দুপুর আনুমানিক ২টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে রাজশাহী মহানগরীর মতিহার থানার কাজলা গ্রামের বাসিন্দা আক্তারুজ্জামান মানু ও সাবিহা বেগমের ছেলে আব্দুল্লাহ উমর নাসিফ শাহাদাতকে (২৬) র‍্যাব-৩ এর সদস্যরা ঢাকা মহানগরীর মিরপুর-২ এর মধ্যমনিপুর এলাকার ৭০৭ নম্বর বাসা থেকে গ্রেপ্তারের পর গুম করে। শাহাদাতের সঙ্গে তাঁর আরেক বন্ধু সাবিদকে র‍্যাব সদস্যরা গ্রেপ্তার করলেও পরে তাঁকে ছেড়ে দেয়া হয়। পরিবারের অভিযোগ গুমের ৮ দিন পর ১২ মে ২০১৩ রাত ৩.৩০টার দিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বিনোদপুর বেতার কেন্দ্রের মাঠে র‍্যাব-৫ এর সদস্যরা শাহাদাত এর এক হাত এবং এক পা ভেঙ্গে এরপর গুলি করে হত্যা করে। আব্দুল্লাহ উমর নাসিফ শাহাদাত পেশায় একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রী এবং কাটাখালী আদর্শ কলেজের ডিগ্রী ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। এছাড়াও তিনি রাজশাহী মহানগর ইসলামী ছাত্র শিবিরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।[১৩]

২২. *অধিকার* মনে করে, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুম আইনশৃঙ্খলার অবনতির দিক থেকে একটি বিপজ্জনক লক্ষণ। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে দমন করার জন্য সরকারের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে ব্যবহার করার কৌশল বাংলাদেশের অবনতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরো ভয়াবহ করে তুলেছে।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুম বিষয়ে জাতিসংঘে সরকারের অসত্য বক্তব্য প্রকাশ

২৩. গত ৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে প্রেরিত প্রতিবেদনে ও ২৯ এপ্রিল জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে অনুষ্ঠিত ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ (ইউপিআর) সেশনে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মনি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুমের বিষয়গুলো অস্বীকার করেন। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের 'আইনগত কোন ভিত্তি নেই' বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি এও বলেন কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিরুদ্ধে নিয়ম শৃংখলা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ আসলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়। কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০১৩ সালের মে মাস পর্যন্ত ৬০৮ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে; যার একটিরও স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে দোষী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য বা সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এছাড়া দীপু মনি গুমের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন যে, বিদ্যমান প্রচলিত আইনে 'গুম' এর কোন সুযোগ নেই। দণ্ডবিধিতে শুধুমাত্র অপহরনের কথাই উল্লেখিত আছে। তিনি গুমের বিষয়ে অভিযোগ করেন যে, অনেক সময় অপরাধীরা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নাম ব্যবহার করে অপরাধ করে। বর্তমান সরকার

---

[১২] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারায়ণগঞ্জের মানবাধিকার কর্মী বিল্লাল হোসেন রবিনের পাঠানো প্রতিবেদন

[১৩] অধিকারএর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

ক্ষমতায় আসার পর একটি নুতন ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রকৃতি লক্ষ্য করা গিয়েছে, যা হলো গুম। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৩ সালের মে পর্যন্ত ৮৭ ব্যক্তি গুমের শিকার হয়েছেন; এঁদের মধ্যে অনেকেই বিরোধী দলের বা ভিন্ন মতের ব্যক্তি, যাঁরা গুমের শিকার হয়েছেন। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন, বিরোধী দল বিএনপি নেতা চৌধুরী আলম, ইলিয়াস আলী এবং পোশাকশিল্প শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রামকারী সংগঠক আমিনুল ইসলাম। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের হাতেই গুমের ঘটনাগুলো ঘটেছে বলে প্রতিটি ভিক্টিম পরিবারের সদস্য অভিযোগ করেছেন। অথচ সরকার এই বিষয়ে তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে তা অস্বীকার করার মাধ্যমে দায়মুক্তির সংস্কৃতিকেই আরো জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করছে যা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

২৪. মে মাসে সাংবাদিকদের ওপর অনেকগুলো আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মে মাসে ১৩ জন সাংবাদিক আহত এবং একজন সাংবাদিক গ্রেপ্তার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

২৫. বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) একটি নির্দেশনায় দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হচ্ছে। বিটিআরসির নির্দেশে ইন্টারনেটে কোনো কিছু আপলোড করার ক্ষেত্রে ৭৫ শতাংশ ব্যান্ডউইডথ দিতে অর্থাৎ গতি কমিয়ে দিতে বলা হয়েছে। দেশ থেকে ইন্টারনেটে যুক্ত হওয়ার মূল মাধ্যম আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট গেটওয়ে (আইআইজি) পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে গত ১৫ মে বিটিআরসির জ্যেষ্ঠ সহকারী পরিচালক সাবিনা ইসলামের পাঠানো একটি ই-মেইলের মাধ্যমে এই নির্দেশ দেয়া হয়।[১৪]

২৬. গত ২৭ মে আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পদক মাহমুদুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) হাসপাতাল থেকে তাঁর চিকিৎসা অসমাপ্ত রেখে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তর করা হয়েছে।[১৫]

২৭. *অধিকার* সাংবাদিকদের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা এবং ইন্টারনেটের গতি কমানোর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে মাহমুদুর রহমানের মুক্তি ও তাঁর সুচিকিৎসার দাবি জানাচ্ছে।

গণপিটুনিতে মৃত্যু

২৮. ২০১৩ সালের মে মাসে ৯ ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন।

২৯. *অধিকার* গণপিটুনীর ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। মূলতঃ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর প্রতি আস্থাহীনতা এবং ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে ও ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় মানুষের নিজের হাতে আইন তুলে নেবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে বলে অধিকার মনে করে ।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন

৩০. গত ২৮ মে কুমিল্লা জেলার ঠাকুরপাড়া এলাকায় জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে দুর্বৃত্তরা একটি বৌদ্ধ পরিবারের বসতবাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে। জানা যায়, কান্দিরপাড় এলাকায় ঠাকুরপাড়া বৌদ্ধ মন্দির সংলগ্ন সুব্রত প্রসাদ বড়ুয়ার বাড়িতে হামলার পর আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এই হামলার ঘটনার

[১৪] প্রথম আলো ১৯ মে ২০১৩
[১৫] নয়াদিগন্ত ২৮ মে ২০১৩

পর আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে জেলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকরা। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের দাবি, কুমিল্লা জেলা পরিষদের প্রশাসক ও সরকার সমর্থক কৃষকলীগের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আলহাজ ওমর ফারুকের সমর্থকরা এ হামলা চালিয়েছে। কিন্তু ওমর ফারুক এই হামলার ঘটনায় তাঁর সমর্থকদের জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছেন। এ ঘটনায় গত ২৯ মে সুব্রত প্রসাদ বড়ুয়া বাদি হয়ে অজ্ঞাতনামা ৩/৪ জনকে আসামি করে কোতোয়ালি মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। সুব্রত বড়ুয়া সাংবাদিকদের জানান, কান্দিরপাড় এলাকার বৌদ্ধমন্দির সংলগ্ন ২৩ শতক জমি নিয়ে ওমর ফারুকের সঙ্গে তাঁর মামলা বর্তমানে সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন রয়েছে। উল্লেখ্য, গত ২৬ মে সন্ধ্যায় একদল দুর্বৃত্ত কৃষকলীগের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ওমর ফারুকের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা তুনে নেয়ার জন্য তাঁদেরকে হুমকি দেয় এবং তাঁদের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর করে। এরপর ঘটে ২৮ মে'র আগুন লাগানোর ঘটনা।[১৬]

৩১. গত ১২ মে রাতে লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলার কাঞ্চনপুর এলাকায় শ্রী শ্রী সার্বজনীন সনাতন হরিসভা মন্দিরে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ সভাপতি অপূর্বকুমার সাহা *অধিকারকে* জানান, মন্দিরের ৫টি মূর্তি, সিংহাসন ও বিগ্রহসহ মন্দিরের সীমানা প্রাচীর আগুনে পুড়ে গেছে। এতে প্রায় সাড়ে ৩ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। পুলিশ ও এলাকাবাসী জানান, রাতে দুর্বৃত্তরা পেট্রোল ঢেলে শ্রী শ্রী সার্বজনীন সনাতন হরিসভা মন্দিরে আগুন দেয়। এ ঘটনায় শ্রী শ্রী সার্বজনীন সনাতন হরিসভা মন্দিরের সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ কুমার সাহা অজ্ঞাত ব্যক্তিদের আসামী করে রামগঞ্জ থানায় মামলা (মামলা নং ০৭, ১২/০৫/১৩) দায়ের করেন।[১৭]

৩২. *অধিকার* অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে লক্ষ্য করছে যে, সংকটজনক রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহল ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের সম্পদের ওপর হামলা করছে এবং বিভিন্ন জেলায় তাঁদের মন্দিরগুলোতে পরিকল্পিতভাবে আগুন দিচ্ছে অথবা ভেঙে ফেলছে। *অধিকার* দাবি জানাচ্ছে যে, অবিলম্বে সরকারকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। *অধিকার* এই ঘটনাগুলোতে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করছে এবং এই ধরনের পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের জানমাল ও উপাসনালয় রক্ষায় সরকারের ব্যর্থতার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে।

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত

৩৩. গত ২৪ মে দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলার মংলা সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ একই উপজেলার সাতকুড়ি গ্রামের বাসিন্দা গরু ব্যবসায়ী বেলাল হোসেনের ওপর ব্যাপক নির্যাতন চালায়। জানা যায়, ভারতীয় আগ্রা ক্যাম্পের সদস্যরা সীমান্তের কাছ থেকে বেলাল হোসেনকে ধরে এনে লাঠি দিয়ে বেদম মারপিট করলে সে অচেতন হয়ে পড়ে। পরে বিএসএফ সদস্যরা তাঁকে মৃত ভেবে ফেলে রেখে চলে যায়।[১৮]

৩৪. গত ১২ মে ঠাকুরগাঁও জেলার রানীশংকৈল উপজেলার ডাবুরী সীমান্তে ইমানী নামের এক বাংলাদেশী কৃষককে সীমান্তের ৩১৭ নম্বর পিলার এলাকার জিরো লাইনের ভেতরে জমিতে কাজ করার সময় ভারতের ফুলবাড়ী ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা ধরে ভারতে নিয়ে যায়।[১৯]

---

[১৬] নিউ এজ ও নয়া দিগন্ত, ২৯ মে ২০১৩

[১৭] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লক্ষ্মীপুরের মানবাধিকার কর্মী মাসুদুর রহমান ভুট্টোর পাঠানো প্রতিবেদন

[১৮] প্রথম আলো, ২৫ মে ২০১৩

[১৯] সমকাল, ১৩ মে ২০১৩

৩৫.গত ১২ মে পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার বাংলাবান্ধা ইউনিয়নের সন্ন্যাসীপাড়া এলাকায় মহানন্দা নদীর ভাঙন থেকে বাংলাদেশের ভূখন্ড রক্ষায় তীর সংরক্ষণ প্রকল্পের কাজ করছিলেন বাংলাদেশী শ্রমিকেরা। এই সময় ভারতের হাতিরামপুর বিএসএফ ক্যাম্পের কয়েকজন সদস্য বাংলাদেশে প্রবেশ করে শরিফুল ইসলাম (২৮) নামে একজন নির্মাণ শ্রমিককে ধরে ভারতে নিয়ে যায়।[২০]

৩৬.গত ১১ মে চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার মেদিনীপুর সীমান্তে বিএসএফ ধরমপুর ক্যাম্পের সদস্যরা বাংলাদেশী নাগরিক ভেবে ভারতীয় নাগরিক স্বরূপ শিকারী নামে ১৩ বছর বয়সী এক কন্যা শিশুকে পিটিয়ে হত্যা করে তার লাশ কাঁটাতারের পাশে বাংলাদেশের সীমানায় ফেলে রাখে।[২১]

৩৭.*অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মে মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ কর্তৃক সীমান্তে বাংলাদেশীদের ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। এ সময়ে বিএসএফ ৩ জনকে হত্যা করেছে। এছাড়াও বিএসএফ ২ জনকে নির্যাতন করে ও ৮ জনকে গুলি করে আহত করেছে। একই সময়ে বিএসএফ'র হাতে অপহৃত হয়েছেন ১০ জন।

৩৮.*অধিকার* মনে করে, বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রনীতি একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের উপযোগী নয়। কোন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কখনোই তার বেসামরিক নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা-নির্যাতন-অপহরণ মেনে নিতে পারে না।

তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের অবস্থা

৩৯.বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্প আশির দশকের শুরু থেকেই অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠে। মালিকদের অতি মুনাফার প্রবণতার ফলে শ্রমিকদের অধিকার লঙ্ঘিত হয় পদে পদে। সরকারের নজরদারীত্বের অভাব ও দুর্নীতির কারণে ত্রুটিপূর্ণ ভবন নির্মাণ এবং ভাড়া নেয়া কারখানায় অভ্যন্তরীন কাজের পরিবেশ নিশ্চিত না করা, শ্রম আইন লঙ্ঘন এবং পোশাক কারখানাগুলোতে পূর্ববর্তী দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দায়মুক্তি এখন এই শিল্পের বিকাশের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০১২ সালের ২৪ নভেম্বর তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেডে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ফলে ১১৩ জন শ্রমিক মারা যান। গত ২৬ জানুয়ারি ২০১৩ স্মার্ট গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে ৮ জন শ্রমিক অগ্নিদগ্ধ হয়ে নিহত হন। এরপর গত ২৪ এপ্রিল ২০১৩ ঢাকা জেলার সাভার বাসস্ট্যান্ডের পূর্ব পাশে রানা প্লাজা ধ্বসে পড়ে। এতে ১১২৯ জন শ্রমিক নিহত ও প্রায় তিন হাজার শ্রমিক আহত হন। রানা প্লাজায় তিন তলা থেকে আট তলা পর্যন্ত পাঁচটি পোষাক কারখানা ছিল। ভবন ধসের সময় কারখানাগুলোতে প্রায় পাঁচ হাজার শ্রমিক কাজ করছিলেন।

৪০.তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, ২৩ এপ্রিল ২০১৩ সকালে ৩য় তলার বেইজমেন্ট পিলারগুলোর মধ্যে কাটিং সেকশনের সামনের (ভবনটির মাঝখানে) ৩টি পিলার খাড়াভাবে ২ইঞ্চি গভীর হয়ে ফেটে যায়। ভবনে ফাটলের খবর পেয়ে স্থানীয় সাংবাদিকরা রানা প্লাজায় আসেন। কিন্তু মালিক পক্ষের নির্দেশে দারোয়ানরা সাংবাদিকদের ভেতরে ঢুকতে দেয়নি। খবর পেয়ে স্থানীয় প্রকৌশলী আবদুর রাজ্জাক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ বলে মত দেন ও অনতিবিলম্বে ভবনটির নিরাপত্তার স্বার্থে বুয়েট এবং রাজউকের প্রকৌশলী এনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য বলেন। খবর পেয়ে ভবন মালিক ও আওয়ামী যুবলীগ নেতা সোহেল রানা ঘটনাস্থলে আসে। তখন সোহেল রানা সাংবাদিকদের জানান, ভবনে ফাটল কোনো বড়

[২০] প্রথম আলো, ১৩ মে ২০১৩
[২১] ইনকিলাব, ১৩ মে ২০১৩

ধরনের ঘটনা নয়। এই বিষয়ে কোন সংবাদ পরিবেশন না করার জন্য সোহেল রানা সাংবাদিকদের বলেন। ঐদিন রানা প্লাজায় অবস্থিত পাঁচটি গার্মেন্টস এর মালিকরা তাঁদের কারখানা বন্ধ ঘোষণা করেন।

৪১. জানা যায়, পরের দিন ২৪ এপ্রিল ২০১৩ সকালে শ্রমিকরা ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে কাজে যোগদান করতে অস্বীকৃতি জানান। অভিযোগে প্রকাশ সে সময় সোহেল রানা ভবনের বেইজমেন্টে অবস্থিত তাঁর অফিস থেকে বিএনপি'র ডাকা হরতাল প্রতিহত করতে তার নিজস্ব লোকজন জড়ো করে হরতাল বিরোধী মিছিলের জন্য উদ্যোগ নিচ্ছিলেন। শ্রমিকদের অস্বীকৃতির খবর জানতে পেয়ে সোহেল রানা এবং এরপর কারখানার মালিকরাও বাইরে এসে শ্রমিকদেরকে জোর করে কাজে যোগদান করায়। সকাল ৮.৫৮ টায় ভবনটি ধ্বসে পড়ে। ভবন ধসের সময় সোহেল রানা বেইজমেন্টে আটকা পড়ে। সেখান থেকে নিজস্ব লোকের সহায়তায় বের হয়ে এসে বর্তমান সংসদ সদস্য এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা তালুকদার মোহাম্মদ তৌহিদ জং মুরাদ এর সহায়তায় সেখান থেকে পালিয়ে যান বলে জানা যায়। এছাড়াও ২৪ এপ্রিল সকালে রানা প্লাজার সামনে থেকে সংসদ সদস্য মুরাদ জং এর নেতৃত্বে হরতাল বিরোধী মিছিল করার কথা ছিল বলে জানা গেছে।[২২]

৪২. মে মাসে তৈরি পোশাক শিল্প কারখানাগুলোতে শ্রমিকদের অসন্তোষের ঘটনায় ৩১৬ জন শ্রমিক আহত হন। বেশির ভাগ বিক্ষোভের ঘটনাগুলো শ্রমিকদের বকেয়া বেতন-ভাতার দাবি ও শ্রমিক ছাঁটাই এর কারণে সংঘটিত হয়। এর মধ্যে দুটো তৈরী পোষাক শিল্প কারখানায় আগুন আতঙ্কে তাড়াতাড়ি করে সিড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে ৪৫ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

৪৩. গত ১৩ মে রাজধানী ঢাকার কাফরুলে এবিএম গার্মেন্ট কারখানায় ১৩ জন শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেন। এক পর্যায়ে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা রাস্তায় নেমে গাড়ী ভাংচুর করলে পুলিশের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় ৩ জন শ্রমিককে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।[২৩]

৪৪. *অধিকার* বিনা কারণে শ্রমিক ছাঁটাই, তাঁদের বেতনভাতা বকেয়া রাখাসহ পুলিশ কর্তৃক শ্রমিকদের লাঞ্ছনা করাকে মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন বলে মনে করে।

নারীর প্রতি সহিংসতা

যৌতুক সহিংসতা

৪৫. মে মাসে জন ১৫ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৯ জনকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে এবং ৬ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

ধর্ষণ

৪৬. মে মাসে মোট ২৮ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ১০ জন নারী, ১৮ জন মেয়ে শিশু। উক্ত ১০ জন নারীর মধ্যে ২ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ৩ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ১৮ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৩ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন।

---

[২২] *অধিকার* এর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

[২৩] প্রথম আলো ১৪ মে ২০১৩

যৌন হয়রানী

৪৭. মে মাসে মোট ১০ জন নারী যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে বখাটে কর্তৃক আহত হয়েছেন একজন, ২ জনকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে, একজন লাঞ্ছিত হয়েছেন, একজন আত্মহত্যা করেছেন এবং পাঁচজন নারী বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন।

এসিড সহিংসতা

৪৮. মে মাসে এক জন নারী এসিডদগ্ধ হয়েছেন বলে জানা গেছে।

অধিকার এর হিউম্যান রাইটস্ বিষয়ক প্রকল্পের অর্থছাড়ে প্রতিবন্ধকতা

৪৯. *অধিকার* এর 'হিউম্যান রাইটস্ রিসার্চ এন্ড এ্যাডভোকেসি' এবং 'এডুকেশন অন দি কনভেনশন এগেইনস্ট টর্চার এন্ড অপক্যাট এওয়ারনেস প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ' প্রকল্পের যথাক্রমে ৩য় এবং ২য় বছরের কর্মসূচীর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থছাড়ে বারবার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। অর্থছাড়ের আবেদন জমা দেয়ার সাত মাসেও তা কার্যকর হয়নি। *অধিকার* 'হিউম্যান রাইটস্ রির্সাচ এন্ড এ্যাডভোকেসি প্রকল্প' এর তৃতীয় বছরের অর্থছাড়ের জন্য গত ৩০ অক্টোবর ২০১২ এবং 'এডুকেশন অন দি কনভেনশন এগেইনস্ট টর্চার এন্ড অপক্যাট এওয়ারনেস প্রোগ্রাম' প্রকল্পের দ্বিতীয় বছরের অর্থছাড়ের জন্য গত ৬ মার্চ ২০১৩ তারিখে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে আবেদন জানায়। কিন্তু এনজিও বিষয়ক ব্যুরো অর্থছাড়ের জন্য *অধিকার*কে সংশ্লিষ্ট কর্মএলাকার জেলা প্রশাসকদের কাছ থেকে ছাড়পত্র আনতে বলে। সে অনুযায়ী *অধিকার* প্রকল্প এলাকার জেলা প্রশাসকদের কার্যালয়ে সমস্ত তথ্য সরবরাহ করে। এরপরও জেলা প্রশাসকদের কার্যালয় থেকে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর *অধিকার* এর কাছ থেকে বেআইনী ব্যাখ্যা চাওয়া হয়- জেলা পর্যায়ে *অধিকার* এর কার্যালয় নেই কেন? স্থানীয় মানবাধিকার কর্মীরা বেতনভুক্ত কিনা ইত্যাদি। তবে ১৬টি জেলার মধ্যে শুধুমাত্র বরিশাল ও পাবনা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে এ পর্যন্ত ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে। গত ১৯ মার্চ (অধিকার চিঠি হাতে পায় ২৫ এপ্রিল) তারিখে ইস্যুকৃত খুলনার জেলা প্রশাসক অফিস থেকে প্রাপ্ত চিঠিতে জানানো হয়, যেহেতু খুলনায় *অধিকার* এর কোন অফিস নেই, কর্মকর্তা-কর্মচারী নেই, আয়-ব্যয়, বেতন রেজিস্ট্রার নেই তাই প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করা গেল না। বস্তুত বেআইনীভাবে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এই সব অনুমোদন সংক্রান্ত কাগজ জেলা প্রশাসক অফিস থেকে আনার জন্য চাপ দিচ্ছে এবং কোন কোন জেলা প্রশাসক অফিস (যেমন: খুলনা) মানবাধিকার কর্মীদের স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে প্রত্যয়নপত্র দিতে আপত্তি জানাচ্ছে। এভাবে সরকার মানবাধিকার কর্মীদের কাজে বাধা সৃষ্টি করে অহেতুক হয়রানী করছে।

৫০. *অধিকার* মনে করে প্রস্তাবিত এই নিবর্তনমূলক আইন মানবাধিকার সংগঠন ও বেসরকারী সংস্থাগুলোকে আরো বেশী মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ এবং বিশেষ করে মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সংগঠিত হবার এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করবে, যা বাংলাদেশের সংবিধান এবং জাতিসংঘের মানবাধিকার কর্মীদের অধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক ঘোষণার সঙ্গে সাংঘর্ষিক ।

পরিসংখ্যান: ১-৩১ মে ২০১৩*							
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল	মে	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার	৫	৭	৫	৫	৪	২৬
	নির্যাতন মৃত্যু	০	১	০	০	৩	৪
	গুলিতে নিহত	২	৭২	৪৭	২	১৮	১৪১
	পিটিয়ে হত্যা	২	১	০	০	০	৩
	শ্বাসরোধে হত্যা	০	০	০	১	০	১
	মোট	৯	৮১	৫২	৮	২৫	১৭৫
নির্যাতন (জীবিত)		৪	৩	৩	২	০	১২
গুম		২	১	১	৮	০	১২
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	৫	১	২	১	৩	১২
	বাংলাদেশী আহত	১৬	৭	৬	৪	১০	৪৩
	বাংলাদেশী অপহৃত	১২	৩	১৬	১২	১০	৫৩
জেল হেফাজতে মৃত্যু		৩	৬	৬	২	১২	২৯
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	নিহত	০	০	০	০	০	০
	আহত	২০	১৮	২১	১৭	১৩	৮৯
	হুমকির সম্মুখীন	২	৩	৭	৯	০	২১
	আক্রমণ	০	৭	০	০	০	৭
	লাঞ্ছিত	১	৫	৪	২০	০	৩০
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত	১৮	৮৬	৭৬	২৬	৪৬	২৫২
	আহত	১৬৪৩	২৭৭২	৩০৫৫	১৪৫০	৯৪৮	৯৮৬৮
এসিড সহিংসতা		৫	৩	২	৪	১	১৫
যৌতুক সহিংসতা		৩৭	৪২	৫৪	৬৪	১৬	২১৩
ধর্ষণ		১০৯	৯৩	১১৫	১০৮	২৮	৪৫৩
যৌন হয়রানীর শিকার		৪৪	৩১	৫১	৪৬	১০	১৮২
ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা জারি		৯	১০	৪	২	০	২৫
গণপিটুনীতে মৃত্যু		১৭	৮	১০	৬	৯	৫০
তৈরি পোশাক শিল্প	নিহত	৮	০	০	১১২৯	০	১১৩৭
	আহত	২৩৫	১৭৮	৭৫	২৬৮৩	৩৬১	৩৫৩২

* অধিকার এর তথ্য হতে সংকলিত

সুপারিশমালা

১. শাপলা চত্বরের ৬ মে'র অভিযান সর্ম্পকে সরকারকে প্রকৃত ঘটনা একটি স্বাধীন বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে জাতিকে জানাতে হবে।

২. আইনের শাসন এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে চলমান রাজনৈতিক সংকটের দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে অবিলম্বে সমস্ত পক্ষের সঙ্গে সংলাপে বসতে হবে। ক্ষমতাসীন দলের দুর্বৃত্তায়ন ও নেতাকর্মীদের হাতে অস্ত্র দেয়া বন্ধ করতে হবে। বিরোধী দলের সভা-সমাবেশ ও হরতালে এদেরকে ব্যবহার করা চলবে না। সরকারি দলসহ সব পক্ষকে শিশুদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে।

৩. আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের মানবাধিকার মেনে চলতে হবে এবং আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principals on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials হুবহু মেনে চলতে হবে।

৪. আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক নির্যাতনের ঘটনাগুলো তদন্ড় করে ফৌজদারি আইন অনুযায়ী অপরাধীদের বিচার করতে হবে। সরকারকে অবশ্যই নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন বিরোধী আইন প্রণয়ন করতে হবে।

৫. আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের হাতে দীর্ঘদিন আটক থাকার পর এনকাউন্টারের নামে হত্যা করার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ডিসেম্বর ২০, ২০০৬ এ গৃহীত সনদ 'ইনটারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' সরকারকে অনুমোদন করতে হবে।

৬. আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সব কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে এবং তাদের দায়মুক্তি রোধে সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে।

৭. সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের জানমালের সুরক্ষা করতে হবে এবং তাঁদের ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে মানবাধিকার নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র ও সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। যেসব দুর্বৃত্ত ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের জানমালের ক্ষতি করেছে ও উপসানালয় ভেঙ্গেছে দলমত নির্বিশেষে তাদের অবিলম্বে সনাক্ত করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

৮. সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত করতে হবে এবং দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। দৈনিক আমার দেশ, দিগন্ত টেলিভিশন এবং ইসলামী টেলিভিশন এর ওপর থেকে সব ধরনের নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে হবে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতার স্বার্থে দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে মুক্তি দিতে হবে। ইন্টারনেটের গতি কমানো সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রত্যাহার করতে হবে।

৯. তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের সমন্বিত সুরক্ষার আওতায় আনতে হবে এবং এ শিল্প কারখানায় যে সব মালিক অনিয়ম ঘটানোসহ শ্রমিকদের হতাহতের ঘটনা ঘটিয়েছে,তাদের বিচারের আওতায় আনতে হবে।

১০. বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। বিএসএফ এর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার উদ্যোগ নিতে হবে।

১১. সরকারকে নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে সচেতনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১২. সরকারকে প্রস্তাবিত নতুন এনজিও নিয়ন্ত্রণকারী বিল প্রত্যাহার করে স্বাধীনভাবে মানবাধিকার সংগঠনগুলোকে কাজ করতে দিতে হবে। *অধিকার* নতুন বিল কার্যকর করার নামে মানবাধিকার সংগঠনগুলোকে নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে *অধিকার* এর মানবাধিকার বিষয়ক প্রকল্পগুলোকে ছাড়পত্র দেয়ার দাবি জানাচ্ছে।